গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২ জুলাই, ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯

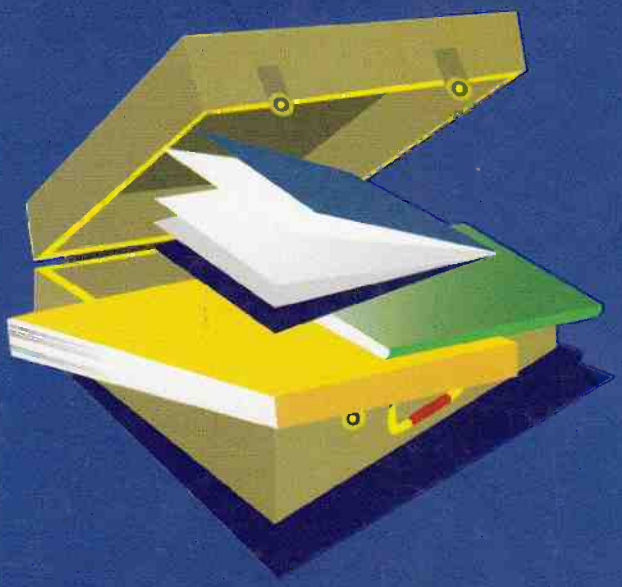

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২ জুলাই, ০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ০৯

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মুখবন্ধঃ

অশান্ত এই বিশ্বে মানবতা বিরোধী যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার মধ্যে পরমাণু অস্ত্র, সন্ত্রাসী অস্ত্র, অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের অপব্যবহারজনিত অস্ত্র অন্যতম হলেও 'তথ্য অস্ত্র' সবকিছুর উপর অবস্থান করছে। তবে তথ্য অস্ত্র একদিকে যেমন ধ্বংস করতে পারঙ্গম, তার চেয়ে সভ্যতা, শান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও পরস্পর বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান ভূমিকা রেখে চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ পরিসঞ্চালন ব্যবস্থায় একমাত্র তথ্যের অবাধ প্রবাহ মানুষকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত। অবাধ তথ্য প্রবাহ যে কোন জাতি ও রাষ্ট্রকে জ্ঞানভিত্তিক জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে সংবেদনশীল আচরণের মাধ্যমে মানুষের মনোজগত ও মননশীলতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই মৃত্তিকা সংলগ্ন এই মাটির সন্তান প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন বলেছেন **"রাষ্ট্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ হচ্ছে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, যা দিয়ে ঠেকানো যায় এমনকি দুর্ভিক্ষও"**। এ কথা অমর্ত্য সেন সেদিন স্বীয় উপলব্ধি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির আলোকে প্রকাশ করলেও, আমাদের ১৯৭২ এর পবিত্র সংবিধানে এই গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্যেই তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিষয়টি সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট উল্লেখ ও অনুমোদন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনপ্রিয়, প্রাণপ্রিয় মানুষের প্রতি ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ মানবতা, সুশাসন ও গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রটি নির্ধারণ করেছেন। আর বঙ্গবন্ধুর সেই অনুভূতর চূড়ান্ত রূপ বাস্তবায়নে বর্তমান জননন্দিত সরকার ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে দেশে-বিদেশে নন্দিত হয়েছে। এই আইনের সঠিক ও সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের এই রাষ্ট্র কালক্রমে দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে, ফলে সুশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে; মানবাধিকারসহ আইনের শাসন নিশ্চিত হবে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। যে কোন রাষ্ট্রে বর্ণিত অনুসঙ্গগুলো বিরাজমান থাকলে, সেই রাষ্ট্র হয়ে উঠবে কল্যাণরাষ্ট্র আর মানুষ হয়ে উঠবে পরিপূর্ণভাবে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল ও মানবতাগুণে ভাস্বর। জাতি সভ্যতার ধারক বাহক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে বিশ্বদরবারে। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে, তথ্য কমিশন সমগ্র জাতির সমস্ত শ্রেণী পেশার মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সরকারের অব্যাহত আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতির প্রত্যাশা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মুখবন্ধঃ

অশান্ত এই বিশ্বে মানবতা বিরোধী যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার মধ্যে পরমাণু অস্ত্র, সন্ত্রাসী অস্ত্র, অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের অপব্যবহারজনিত অস্ত্র অন্যতম হলেও 'তথ্য অস্ত্র' সবকিছুর উপর অবস্থান করছে। তবে তথ্য অস্ত্র একদিকে যেমন ধ্বংস করতে পারঙ্গম, তার চেয়ে সভ্যতা, শান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও পরস্পর বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান ভূমিকা রেখে চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ পরিসঞ্চালন ব্যবস্থায় একমাত্র তথ্যের অবাধ প্রবাহ মানুষকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত। অবাধ তথ্য প্রবাহ যে কোন জাতি ও রাষ্ট্রকে জ্ঞানভিত্তিক জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে সংবেদনশীল আচরণের মাধ্যমে মানুষের মনোজগত ও মননশীলতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই মৃত্তিকা সংলগ্ন এই মাটির সন্তান প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন বলেছেন **"রাষ্ট্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ হচ্ছে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, যা দিয়ে ঠেকানো যায় এমনকি দুর্ভিক্ষও"**। এ কথা অমর্ত্য সেন সেদিন স্বীয় উপলব্ধি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির আলোকে প্রকাশ করলেও, আমাদের ১৯৭২ এর পবিত্র সংবিধানে এই গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্যেই তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিষয়টি সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট উল্লেখ ও অনুমোদন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনপ্রিয়, প্রাণপ্রিয় মানুষের প্রতি ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ মানবতা, সুশাসন ও গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রটি নির্ধারণ করেছেন। আর বঙ্গবন্ধুর সেই অনুভূতর চূড়ান্ত রূপ বাস্তবায়নে বর্তমান জননন্দিত সরকার ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে দেশে-বিদেশে নন্দিত হয়েছে। এই আইনের সঠিক ও সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের এই রাষ্ট্র কালক্রমে দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে, ফলে সুশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে; মানবাধিকারসহ আইনের শাসন নিশ্চিত হবে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। যে কোন রাষ্ট্রে বর্ণিত অনুসঙ্গগুলো বিরাজমান থাকলে, সেই রাষ্ট্র হয়ে উঠবে কল্যাণরাষ্ট্র আর মানুষ হয়ে উঠবে পরিপূর্ণভাবে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল ও মানবতাগুণে ভাস্বর। জাতি সভ্যতার ধারক বাহক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে বিশ্বদরবারে। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে, তথ্য কমিশন সমগ্র জাতির সমস্ত শ্রেণী পেশার মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সরকারের অব্যাহত আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতির প্রত্যাশা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

নবগঠিত তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার এম আজিজুর রহমান কমিশনের কমিশনার মোঃ আবু তাহের এবং প্রফেসর ড. সাদেকা হালিমকে সাথে নিয়ে ২ সেপ্টেম্বর ০৯ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর সাথে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বঙ্গভবনে সাক্ষাত করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

নবগঠিত তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার এম আজিজুর রহমান কমিশনের কমিশনার মো: আবু তাহের এবং প্রফেসর ড. সাদেকা হালিমকে সাথে নিয়ে ৫ আগস্ট ০৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

২ জুলাই, ০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ০৯ পর্যন্ত তথ্য কমিশন,
বাংলাদেশ-এর একশত আশি দিনের কার্যক্রম সম্পর্কে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের
মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন।
স্থান: তথ্য কমিশন কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (তৃতীয় তলা)
এফ ৪/এ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১.

ক. পূর্বকথা:

তথ্য পাওয়ার অধিকার মানুষের চিরন্তন অধিকার। সে অধিকার জন্মায় একজন মানব শিশুর জন্মগ্রহণের, শিশুর ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে। সৃষ্টির অনুপম রহস্য ও আদি-অনন্ত আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই শিশুর অধিকারের সূত্রপাত ঘটে।

জীব ও জীবনের সৃষ্টি রহস্যের প্রাচীন ইতিহাসে না গিয়েও আধুনিক বিশ্বে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৪৬ সালে যে ধারণা উচ্চারিত হয় তা হলো- তথ্যের স্বাধীনতা এবং সেই তথ্যে অভিগমনের একটি মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘ যেসব স্বাধীনতার লক্ষ্যে উৎসর্গকৃত তার সব অর্জনের পথে তথ্যের স্বাধীনতাকে পরশপাথরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে তথ্যের স্বাধীনতা, তথ্য প্রাপ্তিতে সকল মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রগুলো ২০০০ সালে জাতিসংঘ বিশদভাবে উল্লেখ করেছে। যেমন,

- তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য সরবরাহে বাধ্য করা;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান বা সরকারী ও বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনস্বার্থ বিবেচনায় তথ্য প্রকাশে বাধ্য করা;
- জনগণের অধিকার সম্পর্কে ধারণা গঠনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে আইনে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও বিধান রাখা;
- অনেক ক্ষেত্রে অবিবেচনা প্রসূতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্র আওতা বহির্ভূত রাখার প্রবণতা অবাধ তথ্য প্রবাহের পথ বন্ধ রাখে বলে, সেই পথ উন্মোচন করা এবং ব্যতিক্রমের আওতা যতটা সম্ভব সীমিত করা;
- তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের সহজ অভিগমনকে উৎসাহিত করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তা নিশ্চিত করা;
- অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তি সময় ও ব্যয়সাধ্য। সর্বসাধারণ সেই ব্যয়ভার বহনে সক্ষম নাও হতে পারে বিধায় তথ্য প্রাপ্তির খরচ নাগালের মধ্যে রাখার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন করা;
- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সকল সভা-সমিতি ও সম্মেলন ইত্যাদিকে জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা;
- তথ্য প্রদানকারীর ব্যক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

কাজেই দেখা যাচ্ছে তথ্য পাওয়ার অধিকার কারো নিছক কোনো খেয়াল খুশি কিংবা ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। এটা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভেদ ও হানাহানির কারণে একেক দেশ একেকভাবে তথ্যের প্রকাশ ও প্রাপ্তির বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে এবং আজও করে চলেছে। কারণ এখন বিশ্বমানবতা নানা রূপে নানাভাবে বিভাজিত এবং সেখানে স্বার্থপরতার বীজ দারুণভাবে প্রথিত। আধুনিক বিশ্বে তথ্যই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। যে জাতি বা রাষ্ট্র যত বেশী তথ্য সমৃদ্ধ সে দেশ তত বেশী সভ্য ও শক্তিশালী- জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ও সৃষ্টিতে।

প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, তথ্য অধিকার আইন ছাড়া আমরা আটত্রিশটি বছর চলতে পারলাম, এখন কেন এই আইনের প্রয়োজন হলো? এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার বা লেখার অপেক্ষা রাখে না। কারণ শুধু তথ্য অধিকার আইন, ০৯ প্রয়োগের ফলে সমাজ-রাষ্ট্রে গণমানুষের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যে বিশাল ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে পারে সে বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দিক অনুভব, অনুধাবন ও স্মরণ করলেই এই আইনের সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

এই আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হবে। জনগণ এবং সরকারের মেলবন্ধন সৃষ্টি হলে সরকারী কোনো কর্মকান্ড সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হবে না এবং পরস্পরের মাঝে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকবে না। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে আসবে। আর দুর্নীতি তখনই দূর হবে যখন সরকার তথা তার অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর ও কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ তাঁদের সকল কাজে জবাবদিহি থাকবেন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেন। এই তথ্য অধিকার আইন মূলতঃ প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাঁদের স্বীয় কাজে একদিকে যেমন জবাবদিহিতা সৃষ্টি করবে তেমনিভাবে তাদের কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

তাদের জবাবদিহিতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন তারা কাজকে এবাদত হিসাবে গণ্য করবে; তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। সুশাসন মানেই মানবাধিকার সুরক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র সুসংহত হওয়া। গণতন্ত্র সুসংহত হওয়ার অর্থই হলো, রাষ্ট্রীয় সকল কাজে জনগণের ক্ষমতায়ন। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র হয়ে উঠবে কল্যাণ রাষ্ট্র যা আমাদের পবিত্র সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। কাজেই এই তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্যই হলো, সকল ক্ষেত্রে গণমানুষের সার্বিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা।

এখানে কোন দেশ কখন মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্যে আইন প্রণয়ন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হলো। এই তালিকা সারাবিশ্বে "রাইট টু ইনফরমেশন"-এর একটি চিত্র প্রকাশ করবে। আমাদের জানামতে ১৭৬৬ সালে সর্বপ্রথম সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে এবং আইন হিসাবে পাস করে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তালিকা

তথ্য অধিকার আইন তৈরীর পথে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ

জানার অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইনের শিরোনাম

১	২০০৯	বাংলাদেশ	Right to Information Act, 2009
২	২০০৮	ইন্দোনেশিয়া	Freedom of Information Act
৩	২০০৭	চীন	Ordinance on Openness on Openness of Governmet Information come into effect in May 08
৪	২০০৬	হন্ডুরাস	The Law on Transparency and Access to Public
৫	২০০৬	মেসিডোনিয়া	Law on Free Access to Information of Public Character
৬	২০০৫	আজারবাইজান	The Lw on Right to Obtain Information
৭	২০০৫	জার্মানী	Act to Regulate Access to Federal Governmet Information
৮	২০০৫	ভারত	The Right to Information Act
৯	২০০৫	মন্টিনিগ্রো	Law on Free Access to Information
১০	২০০৫	উগান্ডা	The Access to information Act
১১	২০০৪	এন্টিগুয়া ও বারবুডা	Freedom of Information Act
১২	২০০৪	ডোমেনিকান রিপাবলিক	Law on Access to Information
১৩	২০০৪	ইকুয়েডর	Organic Law on Transparency and Access to public Information
১৪	২০০৪	সার্বিয়া	Law on Free Access to Information of Public
১৫	২০০৪	সুইজারল্যান্ড	Federal Law on the Principle of Administrative Transparency
১৬	২০০৩	আর্জেন্টিনা	Access to Public Information Regulation
১৭	২০০৩	আর্মেনিয়া	Law of the Republic of Armenia on Freedom of Information
১৮	২০০৩	ক্রোয়েশিয়া	Act on the Right of Access to Information
১৯	২০০৩	পেরু	Law of Transparency and Access to Public Information
২০	২০০৩	সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রানাডা	Freedom of Information Act
২১	২০০৩	স্লোভেনিয়া	Act on Access to Information of Public Character
২২	২০০৩	তুরস্ক	Law on the Right to Information
২৩	২০০২	এঙ্গোলা	Law on Access to Administrative Documents
২৪	২০০২	জ্যামাইকা	Access to Information Act

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

25	2002	মেক্সিকো	Federal Law of Transparency and Access to bublic Government Information
২৬	২০০২	পাকিস্তান	Freedom of Information Ordinance
২৭	২০০২	পানামা	Law on Transparency in Public Administration
২৮	২০০২	তাজিকিস্তান	Law of the Pepublic of Tajikistan on Information
২৯	২০০২	উজবেকিস্তান	Law on the Principles and Guarantees of Freedom of Information
৩০	২০০২	জিম্বাবুয়ে	Access to Information and Privacny Protection Act
৩১	২০০১	বসনিয়া এবং হার্জেগোবিনা	The Freedom of Access to Inormation Act
৩২	২০০১	পোল্যান্ড	Law on Access to Public Information
৩৩	২০০১	রোমানিয়া	Law Regarding Free Access to Information of Public Interest
৩৪	২০০০	বুলগেরিয়া	Access to Public Information Act
৩৫	২০০০	এস্টোনিয়া	Public Information Act
৩৬	২০০০	মালদোবা	The Law on Access to Information
৩৭	২০০০	স্লোভাকিয়া	Act on Free Access to Information
৩৮	২০০০	দক্ষিণ আফ্রিকা	Promotion of Access to Information Act
৩৯	২০০০	যুক্তরাজ্য	Freedom of Information Act
৪০	১৯৯৯	আলবেনিয়া	Law on the Right to Information for Official Documents
৪১	১৯৯৯	চেক রিপাবলিক	Law on Free Access to Infromation
৪২	১৯৯৯	ফিনল্যান্ড	Act on Openness of Government Activities
৪৩	১৯৯৯	জর্জিয়া	General Administrative Code of Georgia
৪৪	১৯৯৯	গ্রিস	Code of Administrative Procedure
৪৫	১৯৯৯	জাপান	Law Concerning Access to information held by Adeministrative Organs
৪৬	১৯৯৯	লাইচেনেস্টাইন	Information Act
৪৭	১৯৯৯	ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো	Freedom of Information Act
৪৮	১৯৯৮	ইজরায়েল	Freedom of Information Law
৪৯	১৯৯৮	লাটভিয়া	Law on Freedom of Information
৫০	১৯৯৭	আয়ারল্যান্ড	Freedom of Information Act

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫১	১৯৯৭	থাইল্যান্ড	Official Information Act
৫২	১৯৯৭	আইসল্যান্ড	Information Act
৫৩	১৯৯৬	দক্ষিণ কোরিয়া	Act on Disclosure of Information by Public Agencies
৫৪	১৯৯৬	লিথুয়ানিয়া	Law on the Provision of Information to the Public
৫৫	১৯৯৪	বেলজিয়াম	Law on Access to Administrative Documents held by Federal Public Authorities
৫৬	১৯৯৪	বেলিজ	The Freedom of Information Act
৫৭	১৯৯৩	পর্তুগাল	Law of Access to Administrative Documets
৫৮	১৯৯২	হাঙ্গেরি	Act on Protection of Personal Data and Disclosure of Data of Public Interest
৫৯	১৯৯২	স্পেন	Law on Rules for Public Administration
৬০	১৯৯২	ইউক্রেইন	Law on iformation
৬১	১৯৯১	নেদারল্যান্ড	Governmet Iformation (Public Access) Act
৬২	১৯৯০	ইটালি	Law on Administrative Procedure and Access to
৬৩	১৯৮৭	অস্ট্রিয়া	Federal Law on the Duty to Furnish Information
৬৪	১৯৮৫	কলাম্বিয়া	Law Ordering the Publicity of Official Acts and Documents
৬৫	১৯৮৫	ডেনমার্ক	Access to Public Administration Files Act
৬৬	১৯৮৩	কানাডা	The Access to Information Act
৬৭	১৯৮২	অস্ট্রেলিয়া	Freedom of Information Act
৬৮	১৯৮২	নিউজিল্যান্ড	Offical Information Act
৬৯	১৯৭৮	ফ্রান্স	Law on Access to Admioistrative Documtents
৭০	১৯৭৬	নরওয়ে	The Freedom of Information Act
৭১	১৯৬৬	যুক্তরাষ্ট্র	Freedom of Information Act
৭২	১৭৬৬	সুইডেন	Freedom of the Press Act

দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত তালিকায় সেসব দেশের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেখানে তথ্য অধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পৃথক আইন বা জাতীয় কোনো আইনে তথ্য অধিকার বিষয়ক স্বতন্ত্র বিশেষ কোনো ধারা বা অনুচ্ছেদ রয়েছে। যেমন, পাকিস্তানের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট এর জন্য। চীনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জানার অধিকার বিষয়ক বিশেষ অধ্যাদেশের জন্য। বিভিন্ন দেশের অঙ্গরাজ্য বা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন অঞ্চলে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিধি-বিধান থাকা সত্ত্বেও সেগুলো এই তালিকাভুক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন ক্যামেরুন দ্বীপপুঞ্জ, কসভো, স্কটল্যান্ড বাদ পড়েছে, অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিধি-বিধানও এই তালিকায় সংযুক্ত করা হয়নি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

খ. প্রেক্ষাপট: সার্কভুক্ত দেশসমূহ

আমাদের জানামতে 'পাকিস্তান ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন' নামে একটি অধ্যাদেশ ২০০২ সালে জারী করে, কিন্তু পাকিস্তানের নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এই আইনের প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অনুরূপভাবে শ্রীলঙ্কা তাদের দীর্ঘদিন ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কারণে "আরটিআই" প্রণয়ন করতে পারেনি। একইভাবে নেপালও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ পথে এগুতে পারেনি। ভুটান ও মালদ্বীপও এ বিষয়ে নির্লিপ্ত। আফগানিস্তান সদ্য সার্কভুক্ত দেশ। সেখানে সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারতই প্রথম দেশ যারা ২০০৫ সালে 'দি রাইট টু ইনফরমেশন এ্যাক্ট' বাস্তবায়ন শুরু করেছে, যদিও এর পেছনে ভারতের গ্রামীণ জনপদের অবহেলিত মানুষের অক্লান্ত ও অন্তহীন প্রচেষ্টা আইনটি পাস ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছে।

ভারত এই আইনটি পাস ও প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে নন্দিত হয়েছে। বাংলাদেশও ০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম সুযোগেই সর্বসম্মতিক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ পাস করে বিশ্ব দরবারে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আইন সুশীলসমাজ, মানবাধিকার কর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ সকল মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গ. বাংলাদেশের সংবিধান ও বর্তমান সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আত্মপ্রত্যয় ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত, তা প্রাপ্তির অধিকার মানুষের চিরন্তন অধিকার। জনগণই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা বর্তমান সরকার তাদের অন্যতম দায়িত্ব ও অঙ্গীকার হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় প্রত্যয়ী। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকার নির্লিপ্ত থাকার ফলে সুশীল সমাজ এবং সচেতন মহল বিশেষ করে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংবাদিক ফোরাম, এনজিও, সমাজ কল্যাণবিদ, মানবাধিকার কর্মী সকল শ্রেণী পেশার বোদ্ধাগণ দীর্ঘদিন ধরে নানা সভা-সমাবেশ ও আন্দোলনের মাধ্যমে আইনটি পাস করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। এক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বহু মানবাধিকার কর্মীসহ, বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও সদা তৎপর ছিল। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান জননন্দিত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শহীদ শেখ মুজিবুর রহমানের উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকার, গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় কাঙ্খিত তথ্য অধিকার আইন, ০৯ বাংলাদেশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত, পাস ও কার্যকর করার ফলে বাংলাদেশে তথ্য প্রাপ্তির সহজ সুযোগের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে।

(ঘ) প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ:

জননন্দিত বর্তমান সরকারের প্রত্যয় হলো- জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি সংকোচন, সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, মানবাধিকার সুরক্ষা, গণতন্ত্র সুসংহতকরণ, প্রান্তিক

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং জনগণকে সরকারের সকল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা। জনগণ মনোমানসে রাষ্ট্র পরিচালকদের যুথবদ্ধ জনগণের ক্ষমতায়নের ভীত রচনাকল্পে বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকেই গণতন্ত্রকামী মানুষ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করা।

২. তথ্য অধিকার আইন, ০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) সংসদ কর্তৃক গৃহীত ও পাস:

কার্যত বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী কোন সরকারই তথ্য অধিকার বিষয়ে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু সুখের বিষয় হলো, বর্তমান জননন্দিত সরকার জণগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করার পর, প্রথম সুযোগেই সংবিধানের আলোকে 'তথ্য অধিকার আইন, ০৯' পাস করে এবং যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর করে। এতদিন যাঁরা এই আইনের অভাব অনুভব করেছিলেন এবং এই আইনটি প্রণয়নের জন্য নানাভাবে সংগ্রাম করেছেন, এই আইনটি পাশ ও কার্যকর করার মুহূর্তে তাঁদের মাঝে দারুণ প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শুধু আইন পাস বা কার্যকর করার আদেশই নয়, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সরকার আইনানুগভাবে তথ্য কমিশনও গঠন করে।

৩. তথ্য কমিশন গঠন:

সরকার ২০০৯ সনের ২ জুলাই তথ্য কমিশন গঠন করে। প্রধান তথ্য কমিশনার হিসাবে এম. আজিজুর রহমান এবং তথ্য কমিশনার হিসাবে এম.এ. তাহের ২ জুলাই, ০৯ তারিখ পূর্বাহ্নে কাজে যোগদান করেন। অপর তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হালিম কর্মব্যপদেশে বিদেশে অবস্থান শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ৫ জুলাই, ০৯ তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

ক. অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ৩ আগষ্ট ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত অধ্যাপক ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী এবং মাতা মিসেস শামসুন নাহার চৌধুরী। তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) এ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা কর্মজীবনের সূচনা করেন। তিনি কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে ১৯৯১ সালে ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, কানাডা থেকে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। একই কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে ২০০০ সালে ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০৭-০৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের বাথ ইউনিভার্সিটি থেকে কমনওয়েলথ পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে পোষ্ট ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত হন।

প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম একজন সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক গবেষক। তাঁর গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে Gender Equity, Forestry, Indigenous Issues, Human Rights, Environment and Development. তিনি বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক মানুষ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি ও নারী উন্নয়নে গবেষণার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ, প্রণয়ন ও তৎসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছেন। তাঁর গবেষণা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি প্রায় ৪০টি দেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ডিএফআইডি, ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, অক্সফাম, নোরাড প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরামর্শকের কাজ করে একজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

খ. এম. এ তাহের, তথ্য কমিশনার

জনাব তাহের বর্তমানে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের তথ্য কমিশনার হিসাবে ২০০৯ সালের ২ জুলাই থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৪৮ সনের ৪ জানুয়ারী কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী থানার হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- মরহুম ডাঃ আম্বর আলী এবং মাতা- মরহুমা রহিমা বেগম। শিক্ষা জীবনে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৯ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭০ সনে ফেনী সরকারী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে জনাব তাহের তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আহবানে ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি Bangladesh Liberation Front তথা মুজিব বাহিনীর Mountain Brigade-এর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধ শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের প্রথম ব্যাচের সদস্য হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন।

জনাব তাহের তাঁর চাকুরী জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের মাঝে নারায়ণগঞ্জ ও পাবনা জেলার জেলা প্রশাসক, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (এপিডি)-এর দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পান এবং পরবর্তীতে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জনাব তাহের যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস কলেজ; যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউজিল্যান্ডের কুইন ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও দূরপ্রাচ্যের ৩০ (ত্রিশ)টি দেশে সরকারী কার্যোপলক্ষে সফর করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী সামিমা জাহান ইউনিভার্সিটি উইম্যান্স ফেডারেশন কলেজের মার্কেটিং বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গ. এম. আজিজুর রহমান, প্রধান তথ্য কমিশনার

এম. আজিজুর রহমানের জন্ম ১০ জানুয়ারী, ১৯৪৩। তাঁর জন্মস্থান বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার ইটখোলা বাজিতপুর। তাঁর মাতা মরহুমা শিরিন জাহান ও পিতা মরহুম আব্দুল মান্নান। তিনি ১৯৬৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই বৎসর সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের কুইন ভিক্টোরিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেষ্টার থেকে প্রশাসন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য প্রকাশনা এবং তথ্যচিত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে নেদারল্যান্ডস ওয়েনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনার্থে ৩৫টি দেশে শিক্ষা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ২০০১ সালের ১০ জানুয়ারী সচিবের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন কথা সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, সুরকার এবং নাট্যকার। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে তাঁর লেখা নাটক, নাটিকা ও ধারাবাহিক শিক্ষামূলক নাটক দীর্ঘদিন ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। তাঁর প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের সংখ্যা ৪৫টি। এছাড়া তিনি বেশকিছু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে নিবেদিত।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪. তথ্য কমিশনের কার্যালয় স্থাপন ও কাজের শুরু:

তথ্য কমিশন কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করে কমিশন গঠনের দিন থেকেই নিজস্ব প্রচেষ্টায় তথ্য কমিশনের জন্য একটি স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী কার্যালয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজধানীর সম্ভাব্য বিভিন্ন এলাকাতে একটি বাড়ির সন্ধান করতে থাকে। এক্ষেত্রে তথ্যমন্ত্রী এবং তথ্য সচিবের একান্ত সহযোগিতায় নিমকো ভবনে দু'টি কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া যায়। এর একটি কক্ষে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিশন এবং আরেকটি কক্ষে প্রশাসনিক কর্মকান্ড শুরু করা হয়। তথ্য কমিশন একদিকে গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সরকারী বাড়ি পাওয়ার নিমিত্ত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়, অপরদিকে সমান্তরালভাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের একটি ফ্লোর পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করে। পরিকল্পনা মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকালে কমিশন বিষয়টি তুলে ধরে। তিনি কমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন কিনা তা পরে জানাবেন মর্মে আশান্বিত করেন। পরে অবশ্য নিজস্ব প্রয়োজনে তা ব্যবহৃত হবে মর্মে কমিশন অবহিত হলে কমিশন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নিমকো ভবনের একটি কক্ষে তিনজন সদস্য তাদের প্রাক কর্মকান্ড শুরু করেন। এক্ষেত্রে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

মাননীয় তথ্য মন্ত্রী এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তথ্য কমিশনকে প্রত্যাশিত আঙ্গিকে কাজ করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কমিশনের একটি অফিসের জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেন, চিঠি আদান-প্রদান করেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বেতার-এর শাহাবাগস্থ কেন্দ্রীয় ভবনে একটি ফ্লোর পাওয়ার জন্যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু সেখানে ফিল্ম এন্ড আর্কাইভ থাকায় তা বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব হয়নি। অবশেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আগারগাঁওস্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তিন তলাতে প্রায় আট হাজার বর্গফুটের একটি ফ্লোর স্পেস পাওয়া যায়। সেখানেই তথ্য কমিশনের কার্যালয় (আপাতত অফিস পরিচালনার জন্যে এখানেই শীঘ্র তথ্য কমিশন স্থানান্তরিত হবে, যতক্ষণ না নিজস্ব ভবন তৈরী হয়) স্থাপনের জন্যে ইতিমধ্যে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৯৮ (আটানব্বই) লক্ষ টাকার একটি প্রাক্কলন তৈরী করে তার অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করেছে। অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ থেকে ৩৩ (তেত্রিশ) লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর অফিস রূপান্তরের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

একাধারে নতুন কার্যালয়ের জন্য বাড়ি খোঁজা, অপরদিকে ন্যূনতম জনবল নিয়োগের বিষয়টি কমিশনের নিকট অগ্রাধিকার পায়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বেতার থেকে একজন করণীক, নরসিংদীর তথ্য অফিস থেকে একজন এমএলএসএস সংযুক্তির মাধ্যমে তথ্য কমিশনে সংযুক্ত করা হয়। সচিব তার শত সীমাবদ্ধতার (কারণ তথ্য মন্ত্রণালয়েও জনবলের অপ্রতুলতা রয়েছে) মাঝেও পিআইডি থেকে তিনটি কম্পিউটার এবং একজন কম্পিউটার অপারেটর তথ্য কমিশনে সংযুক্ত করেন। কমিশন যেহেতু একেবারেই নতুন ধ্যান-ধারণা প্রসূত এবং আমাদের এখানে এ ব্যাপারটি অভিনব, কমিশন স্ব-উদ্যোগে কমিশনের জন্য একটি প্রশাসনিক (সাংগঠনিক কাঠামো ও যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম) কাঠামো তৈরীকে প্রাধান্য দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে তা অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। ঠিক একইভাবে বলা চলে সমান্তরালভাবে আইনটি কার্যকর করার জন্যে বিধিমালার খসড়াও কমিশন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

উল্লিখিত সকল অপ্রতুলতার মাঝেও কমিশন ইতোমধ্যে (২ জুলাই, ০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর) পর্যন্ত অন্যান্য যে সকল অপরিহার্য কাজ সম্পাদন করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক. কমিশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্গানোগ্রাম, সাংগঠনিক কাঠামোসহ একটি লোগো তৈরী করা হয়েছে। লোগো ব্যবহারের জন্য প্রবিধানাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং নিয়ে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ. কমিশনের জন্য অনুমোদিত জনবল নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রণীত হয়েছে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে।

ঘ. কমিশন এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেদেরকে ডেস্কবাউন্ড না রেখে যাদের জন্য, যাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই আইন প্রণীত হয়েছে তাদের নিকট আইনের খুঁটিনাটি তুলে ধরার জন্য মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কমিশনের চলমান প্রক্রিয়ার আওতায় এই জনঅবহিতকরণ কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। এরই

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সূত্র ধরে কমিশন ০২ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। প্রতিটি জনঅবহিতকরণ সভায় গড়ে ২০০ হতে ৩০০ জন সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষকবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, এক কথায় সমাজের রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। তাঁরা শুধু কমিশনের কথাই শোনেননি, বরং নানা প্রশ্নও করেছেন। কমিশন তাঁদের প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে। এই বিষয়গুলো যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে।

এরই মধ্যে আমাদের কাজের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে তথ্য মন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছায় নিমকো ভবনে আরো দু'টি কক্ষ তথ্য কমিশনকে দেয়া হয় এবং একজন কর্মকর্তাকেও সংযুক্ত করা হয়। ততদিনে কমিশনের কার্যকাল প্রায় তিনমাস অতিক্রান্ত হয়েছে।

৫. তথ্য কমিশনের ১৮০ দিনের কর্মকান্ডের চিত্রঃ

তথ্য কমিশন গঠন করার অব্যবহিত পরেই ২ জুলাই থেকেই তথ্য কমিশন তাদের দপ্তরবিহীন, দাপ্তরিক কাজ তথ্য মন্ত্রণালয়ে (সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়) প্রারম্ভিক কাজ শুরু করে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়, যথা তথ্য কমিশনের জন্য একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা, দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নেবার জন্য কিছু জনবল (সংযুক্তির মাধ্যমে) বাজেট প্রণয়ন, ইত্যাদি নিয়ে একাধিক সভা করেন।
অসংখ্য অপ্রতুলতার মাঝেও কমিশন ইতোমধ্যে (২ জুলাই ২০০৯ থেকে হাল নাগাদ পর্যন্ত)

১. কমিশনের একটি (Organogram) প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো (খসড়া) তৈরী করেছে এবং অনুমোদিত হয়েছে।
২. আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধির খসড়া তৈরী করেছে, যা ইতোমধ্যে এসআরও হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।
৩. কমিশনের জন্য কর্মকর্তা কর্মচারী ও জনবল নিয়োগ বিধিমালার খসড়া তৈরী করেছে। কমিশনের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য একটি খসড়া বাজেট প্রস্তাবনা তৈরী করেছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪. কমিশনের নানামুখী ধ্যান-ধারণার আলোকে নান্দনিক প্রকাশের মাধ্যমে একটি 'Logo প্রধানমন্ত্রী (কমিশনের মনোগ্রাম) তৈরী করা হয়েছে। ৫ আগস্ট ২০০৯ সাক্ষাতের সময় মাননীয় Logoটি দেখে প্রশংসা করেছেন।

৫. সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ১৮/১১/০৯ তারিখে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৭টি পদসৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) ও নিয়োগবিধি এবং চাকুরীবিধির চূড়ান্ত অনুমোদন যেহেতু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই কমিশন মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১ম কিস্তিতে আর্থিক থোক বরাদ্দ (এক কোটি) টাকা পেয়েছে, যা এখন প্রায় নিঃশেষ। অতঃপর কমিশনের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরের ১১৭১.০০ লক্ষ (এগার কোটি একাত্তর লক্ষ) টাকা থোক বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬৫৯.৩৮ লক্ষ (ছয় কোটি উনষাট লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা) বরাদ্দ পাওয়া গেছে যার ছাড়করণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭. কমিশন ইতোমধ্যে ০৪ টি সিডান কার ও ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পিপিআর, ০৮ অনুসরণপূর্বক দরপত্র আহবান করে এবং বর্তমানে গাড়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত করেছে। ইতোমধ্যে ০৪ (চার) টি সিডান কার কমিশনকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মাইক্রোবাসটির দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রধান তথ্য কমিশনারের জন্য একটি জীপগাড়ীও ক্রয় করা হয়েছে।

৮. তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং অবহিতকরণের জন্য ১৯.০৮.২০০৯ থেকে ২৭.৯২.০৯ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন জেলায় সভার আয়োজন করে। জেলাগুলো হল:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ক. কুমিল্লা খ. মুন্সীগঞ্জ গ. ফরিদপুর ঘ. নড়াইল ঙ. গাজীপুর চ. মানিকগঞ্জ ছ. মাগুরা জ. গোপালগঞ্জ ঝ. নারায়ণগঞ্জ ঞ. রাজবাড়ী ট. যশোর ঠ. মাদারীপুর ড. নরসিংদী ঢ. নাটোর ন. সিরাজগঞ্জ ত. বরিশাল থ. কুমিল্লা বার্ড দ. রংপুর ধ. বগুড়া।

এছাড়া তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহে ও স্থানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ কর্মসূচী সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

৯. ০৪ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার পার্বত্য জেলাসমূহের ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার ও উন্নয়ন শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন। তিনি তথ্য অধিকার ও ভূমি বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, ভূমি আইন সংশোধন ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, ভূমিতে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সারগর্ভ আলোচনা করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

১০. ০৮ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির একযুগ পূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সম্পাদক ও সংবাদকর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনার পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে অবহিতকরণ ও মতবিনিময় করেন। আদিবাসী জনগণ কিভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও ভূমি বিরোধ সম্পর্কিত তথ্য অর্জন করবে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

১১. ১২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Inter Cooperation, Delegation in Bangladesh-এর Developing Modules on Promoting Access to

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Information in Local Governance শীর্ষক Workshop এ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা শেষে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১২. ১৩ ডিসেম্বর, ০৯ তারিখে নাটোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কিত জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৩. ১৪ ডিসেম্বর, ০৯ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কিত জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৪. ১৯ ডিসেম্বর, ০৯ তারিখে EICOP Gi Residential Training on Human Right Juriprudence and Advance বিষয়ে তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম Resource Person হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি Environment of the People and Right to Information বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা ও মতবিনিময় করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৫. ২৪ ডিসেম্বর, ০৯ তারিখে জনতা ব্যাংক প্রধান শাখা আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবিকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা শেষে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৬. ২৬ ডিসেম্বর, ০৯ তারিখে তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম বরিশালে বেসরকারী সংস্থা নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক আলোচনা সভার প্রধান অতিথি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ০৯ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, সিটি করপোরেশনের কমিশনারগণ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী ও সর্বস্তরের সরকারী কর্মকর্তাগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং এ বিষয়ে সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৭ ডিসেম্বর, ০৯ তারিখে Socio-Cultural Vulnerability and Coping Strategy of Indegeneous Community of North-Western Region in Bangladesh শীর্ষক Workshop এ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা শেষে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৮. এছাড়া প্রধান তথ্য কমিশনার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডি-নেট, কমিউনিটি রেডিও নেটওয়ার্ক, নাগরিক উদ্যোগ প্রভৃতি এনজিও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ১৭/১১/০৯ তারিখে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এবং ডিসেম্বর, ০৯ মাসে আরও কয়েকটি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়।

১৯. তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে World Bank (দুইবার), UNDP I International Press Institute-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

২০. তথ্য কমিশনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম। ইতোমধ্যে সারাদেশ থেকে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

প্রায় ১,০০০ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মনোন্নয়ন কমিশনের নিকট পৌঁছেছে যার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

২১. আর্টিক্যাল-১৯, TNR এর মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ২০০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেবে বলে জানিয়েছে। অন্যদিকে তথ্য মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটকে নির্দেশ প্রদান করেছে।

৬. বিধিমালা :

আইন বাস্তবায়নকল্পে বিধির খসড়া প্রণয়ন ও তা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ১ নভেম্বর, ০৯ তারিখে গেজেট আকারে তা প্রকাশ করা হয়, তবে কিছু টেকনিক্যাল কারণে তা বিতরণ করা হয়নি। এখন টেকনিক্যাল বিষয়াদি খুঁটিনাটি পরীক্ষার কাজ চলছে।

৭. প্রবিধানমালা :

খসড়া প্রবিধানমালা (Regulation) প্রণয়ন করা হয়েছে। তা চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৮. রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

তারিখ	ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান	স্থান
০২/০৭/০৯	মাননীয় তথ্য মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	তথ্য মন্ত্রীর অফিস কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২/০৭/০৯	মিডিয়া প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ	তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫/০৮/০৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৭/০৮/০৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব এইচ,টি,ইমাম এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	উপদেষ্টার অফিস কক্ষ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
২৩/০৮/০৯	মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	শিক্ষামন্ত্রীর অফিস কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৭/০৮/০৯	জাতিসংঘ আবাসিক প্রতিনিধি	তথ্য কমিশন কার্যালয় নিমকো ভবন, ঢাকা
৩০/০৮/০৯	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ এনজিও নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিনিকেশন	তথ্য কমিশন কার্যালয় নিমকো ভবন, ঢাকা
০১/০৯/০৯	মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	অর্থমন্ত্রীর অফিস কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২/০৯/০৯	মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বঙ্গভবন, ঢাকা
০৩/০৯/০৯	মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	মন্ত্রীর অফিস কক্ষ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৯. জনঅবহিতকরণ কর্মসূচী:

তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভায় জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কমিশনের নিকট জিজ্ঞাসা/প্রশ্নাবলী:

ক. জেলা - কুমিল্লা (তারিখ: ১৯/০৮/০৯)

০১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মানীর ব্যবস্থা আছে কিনা?
০২। তথ্য অধিকার আইনের বই পাওয়া যাবে কি?
০৩। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

খ. জেলা-গাজীপুর (তারিখ: ২৬/০৮/০৯)

০১। তথ্য অধিকার আইনে কি কি করণীয় ও বর্জনীয় আছে?
০২। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হবে কিনা?
০৩। আমাদেরকে আইনের বই সরবরাহ করা হবে কিনা?
০৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে কি করণীয়?

গ. জেলা-নারায়ণগঞ্জ (তারিখ: ০৬/০৯/০৯)

০১। তথ্য জানার অধিকার সবার আছে কিনা?
০২। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সাংবাদিকের কি করণীয়?
০৩। তথ্য অধিকার আইন-এর কপি সরবরাহ করা হবে কিনা?
০৪। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

ঘ. জেলা-মুন্সীগঞ্জ (তারিখ: ০৪/১০/০৯)

০১। ব্যক্তিগতভাবে তথ্য চাওয়া যাবে কিনা?
০২। পুলিশ এবং র‍্যাবের নিকট তথ্য চাওয়া যাবে কিনা?
০৩। তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জনঅবহিতকরণ কুমিল্লা

জনঅবহিতকরণ গাজীপুর

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

জনঅবহিতকরণ নারায়ণগঞ্জ

জনঅবহিতকরণ মানিকগঞ্জ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ঙ. জেলা-মানিকগঞ্জ (তারিখ: ০৭/১০/০৯)

০১। এই আইন সাংবাদিক বান্ধব কিনা?

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিবে?০৩। তথ্য অধিকার আইন-এর কপি সরবরাহ করা হবে কিনা?

০৪। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

চ. জেলা-রাজবাড়ী (তারিখ: ১৯/১০/০৯)

০১। ডিপারমেন্টাল আইন থাকলে তথ্য অধিকার আইনে কোন সমস্যা হবে কিনা?

০২। গম পাওয়া গেলে যে ইঁদুর খেয়ে ফেলে, পড়ে নষ্ট হয়, বহন খরচ লাগে এ ব্যাপারে তথ্য দেয়া যাবে কিনা?

০৩। উপবৃত্তি বিষয়ে অনেক মাস অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ সময়মত পাওয়া যায় না এ ব্যাপারে কার কাছে তথ্য পাওয়া যাবে?

০৪। এই আইনের সঙ্গে টর্ট আইনের সম্পৃক্ততা আছে কিনা?

০৫। সরকারী গোপন আইন বলতে এখন কিছু থাকল কিনা?

০৬। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবে?

০৭। 'তথ্য প্রদানে বাধ্য নই' অনেক কর্মকর্তা বলে থাকেন। তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে?

০৮। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা অনুপস্থিত থাকেন কারণ হিসাবে মিটিং, সেমিনার, ইত্যাদি কাজ দেখানো হয়। আগে তাদেরকে অবহিত করা যেতে পারে।

০৯। মানবাধিকার বিষয়ে র‍্যাবকে প্রশ্ন করলে র‍্যাব এড়িয়ে যায়?

১০। বলা হয় জনসেবার জন্য প্রশাসন নথি আটকে রাখে; তার প্রতিকার কি?

১১। কমিশন একটি শিশু হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে এ শিশুকে ভাল ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলার আহবান জানাচ্ছি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১২। কিছু তথ্য আছে ২০ দিন পর তথ্য দিলে কাজ হবে না।

১৩। তথ্য অধিকার আইনের বই সরবরাহ হবে কিনা বা কোথায় পাওয়া যাবে?

১৪। তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা?

ছ. জেলা-ফরিদপুর (তারিখ: ১৯/১০/০৯)

০১। যাদের জন্য এই আইন করবেন তারা বিষয়টির ব্যাপারে কতটুকু অবহিত বা উপকৃত হবে?

০২। তৃতীয় বিশ্বের মত বাংলাদেশেও ৮টি সংস্থাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কেন? (সাংবাদিক দৈনিক পূর্বাচল)

০৩। তদন্ত করা যাবে কিনা?

০৪। আসল/নকল বিষয় বা ভেজাল পার্থক্য নিরূপণ করা যাবে কিনা?

০৫। আইন ও বিচার বিভাগের নিকট কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে?

০৬। কাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে বিশেষ করে-কলেজ (অধ্যক্ষ, রাজেন্দ্র কলেজ)।

০৭। তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে কিনা?

০৮। এই আইনের কপি সরবরাহ করলে ভাল হত।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

জনঅবহিতকরণ রাজবাড়ী

জনঅবহিতকরণ ফরিদপুর

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জ. জেলা-মাগুরা (তারিখ: ২০/১০/০৯)

০১। তথ্য অধিকারের আইনের বই চাই।

০২। সিটিজেন চার্টারের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে সম্পর্ক কি?

০৩। এই আইনে কিভাবে সাংবাদিকরা দ্রুত তথ্য পেতে পারে?

০৪। সরকার যদি আইন ভঙ্গ করে, তাহলে সে ব্যাপারে কমিশনের কিছু করার আছে কিনা?

০৫। তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যাবে কিনা ? যেমন র‍্যাব ও পুলিশ-দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৪ ঘণ্টা দেরী করতে পারে।

০৬। সরকারী কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার বিধান আছে কি?

০৭। মাল্টিন্যাশনাল বা বহুজাতিক কোম্পানীকে তথ্য আইনের আওতায় আনা হবে কিনা?

০৮। প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?

ঝ. জেলা-যশোর (তারিখ: ২০/১০/০৯)

০১। একই ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে পারবে কিনা?

০২। কর্মকর্তারা কিভাবে তথ্য পাবেন?

০৩। প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

০৪। আইনের বই সরবরাহ করতে হবে।

০৫। তথ্য কমিশনের কোন জবাবদিহিতা আছে কিনা? থাকলে কমিশন কার কাছে জবাবদিহিতা করবে?

০৬। তথ্য অধিকার আইনের বই কোথায় পাব? তথ্য কমিশন আইনের বই বিলি করবে কিনা?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ঞ. জেলা-গোপালগঞ্জ (তারিখ: ২১/১০/০৯)

০১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করলে তখন কী করণীয়?

০২। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে কমিশন করবে কি?

০৩। ০৮ (আট)টি সংস্থাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটা কি সঠিক হয়েছে?

০৪। পুলিশ বাহিনী তথ্য প্রদানে বাধ্য কিনা?

০৫। আইনের বই কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে?

ট. জেলা-মাদারীপুর (তারিখ: ২২/১০/০৯)

০১। এই আইন সংশোধন করা হবে কিনা?

০২। অধিকার সবার জন্য প্রযোজ্য কিনা?

০৩। যারা লেখাপড়া জানেন না তারা কীভাবে আবেদন করবে?

০৪। কোর্ট ফির ব্যবস্থা আছে কিনা?

০৫। আইনটি স্ববিরোধী হবে কিনা?

০৬। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

০৭। আইনের বই সরবরাহ করা হবে কিনা?

ঠ. জেলা - নাটোর (তারিখ: ১৩/১২/০৯)

০১। বিচার বিভাগের তথ্য কিভাবে পাওয়া যাবে?

০২। আপীলে কোর্ট ফি লাগবে কিনা?

০৩। প্রত্যেক দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হবে কিনা এবং অফিস প্রধানের মতামত প্রয়োজন হবে কিনা?

০৪। Land record এর Certified copy কিভাবে প্রদান করা হবে এবং নতুন পদ্ধতি আসবে কিনা?

০৫। Under trial মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য পাওয়া যাবে কিনা?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

জনঅবহিতকরণ যশোর

জনঅবহিতকরণ মাদারীপুর

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

জনঅবহিতকরণ নড়াইল

জনঅবহিতকরণ নরসিংদী

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

০৬। ভুল তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশন কতটুকু ব্যবস্থা নিতে পারবে?

০৭। আবেদন পত্র না পাওয়ার বিষয় কমিশন কতটুকু ভাববে?

০৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বলে নারী অধিকার আইন কতটুকু এবং কিভাবে বাস্তবায়ন হবে?

০৯। ধারা -১৪(ক) দ্বিতীয় "বিচারপতি" শব্দটি "বিচারক" হবে। সংবিধান: অনুচ্ছেদ-৯৪(২)?

ড. জেলা-সিরাজগঞ্জ (তারিখ: ১৪/১২/০৯)

০১। তৃতীয় পক্ষের তথ্য প্রদানের যৌক্তিকতা কতটুকু?

০২। তথ্য প্রদানের বিভিন্ন রূপের ফলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে কিনা?

০৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সঠিকভাবে প্রয়োগ হবে কিনা?

০৪। দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করার সহজ উপায় কি?

০৫। সকল তথ্য তালিকা অফিস/প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে বোর্ডের মাধ্যমে টাঙ্গানোর বিশেষ প্রয়োজনীয়ত আছে কিনা?

০৬। তথ্য প্রদানে বাধ্য করার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হবে কিনা?

০৭। কোন অভিযোগকারী অভিযোগ করে তার খোঁজ না পেলে করণীয় কি?

০৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন করা যাবে কিনা?

০৯। সকল ধরণের তথ্য বিলবোর্ডের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা যাবে কিনা?

ঢ. জেলা-নরসিংদী (তারিখ: ১০/১২/০৯)

০১। আইনের বই সরবরাহ করা উচিত।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিষয় আজ ১০/১২/২০০৯ তারিখে জানা গেল। ব্যাকডেটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে কিনা?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

০৩। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই ধরনের সভা করা যেতে পারে।

০৪। উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ইউনিট বলতে কি বুঝায়?

০৫। অ্যাপীলেট্ কর্তৃপক্ষ কে এবং কে নিয়োগ দেবে?

০৬। তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরকে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে কিনা বা তারা কিভাবে তথ্য পাবে?

০৭। একই ধরনের কয়েকটি অফিস থাকলে সেক্ষেত্রে ১জন কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে কিনা?

০৮। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কেউ যদি তথ্য বিকৃত করে প্রচার করে, সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী থাকবে কিনা এবং সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন করণীয় আছে কি? করণীয় কি?

০৯। পোষ্টমর্টেম বা সুরতহাল রিপোর্ট দিতে বাধ্য কিনা?

১০। এতদিন এই আইন কোথায় ছিল? আইনটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন।

১১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই আইনে সেফ করা হয়েছে কি?

১২। কেহ ব্যক্তিগত তথ্য দিতে বাধ্য কিনা?

জনঅবহিতকরণ সভায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার সহজ এবং সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁকে অপর দু'জন তথ্য কমিশনার মহোদয় সাহায্য করেছেন। প্রত্যেক জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১০. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা:

৬ আগস্ট, ০৯ তথ্য কমিশনের সাথে World Bank-এর প্রতিনিধিবৃন্দ তথ্য কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এবং তথ্য কমিশনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত হয়। পরবর্তীতে ০৮-১২-০৯ তারিখে World Bank-এর প্রতিনিধি পুনরায় তথ্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে World Bank-এর প্রতিনিধি তথ্য কমিশনকে World Bank-এর পক্ষ থেকে কমিশনের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক/জাতীয় পরামর্শক প্রদান করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে কমিশনের জন্য একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়।

২৭ আগস্ট, ০৯ তথ্য কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে UNDP-এর সাথে এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁরা এখন পর্যন্ত তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে কমিশনকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

গত ০৩-১২-২০০৯ তারিখে কমিশনের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন International Press Institute-Gi Director, Mr. David Dadge, Press and Communications Manager; Mr. Anthony Mills, IPI Board Member; Mr. Bulbul Monjurul Ahsan এবং Ms. Tren Austiljes. তাঁরা বাংলাদেশে তথ্য কমিশন গঠনকে স্বাগত জানান এবং এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

১১. কমিশনের কর্মপরিকল্পনা:

তথ্য কমিশনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কমিশন কর্তৃক স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপ বিভাজনে বিভাজিত করা হলো:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

স্বল্পকালীন কর্মপরিকল্পনা

০১. জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্তকিনা? জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান;

০২. জনসাধারণের মাঝে আইন সংক্রান্ত পুস্তিকা ও প্রচার পত্র বিলিকরণ;

০৩. পত্রিকা ও টেলিভিশনের সাথে জড়িত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান;

০৪. বেসরকারী সংস্থার (NGO) প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়;

০৫. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের (TOT) এক দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

০৬. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organogram) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ;

০৭. প্রবিধানমালা (Regulations) অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

০৮. তথ্য অধিকার আইনের ১৩(২) ধারা পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগকরণ।

মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

০১. আগারগাঁও এলাকায় তথ্য কমিশন অফিসের স্থানান্তরকরণ;

০২. উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত জন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

০৩. কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ;

০৪. সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

০৫. তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে বেতার, টেলিভিশন ও পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারাভিযান;

০৬. তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসফরের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনা;

০৭. সামরিক ও বেসামরিক সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

০৮. ৩১ জানুয়ারী, ২০১০ এর মধ্যে প্রচারের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রচার, কৌশল ও পদ্ধতি প্রচার সামগ্রী নির্মাণের বিরতিহীনভাবে তথ্য অধিকার আইন, ০৯-এর মৌলিক দিক ও তার প্রয়োগের ব্যাপারে প্রচারকার্য চালানোরপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রচার মাধ্যম ও কৌশলসমূহ:

১. TV Spot (সব ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার বাধ্যতামূলক করার আদেশ প্রদান করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ)।

২. সংক্ষিপ্ত নাটক (৪২ সেকেন্ড থেকে ৫ মিনিট স্থায়িত্ব) নির্মাণ করা।

৩. TV ফুটেজ (প্রাইম টাইমে দক্ষ স্ক্রীপ্ট রাইটার বাছাই ও নির্মাণকরণ) প্রস্তুত করা।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪. দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রথম পৃষ্ঠায় উপরের দিকে ডান বা বাম পার্শ্বে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ চুম্বক কথা সম্বলিত বক্স রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করণ।

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন গুচ্ছটীম (৪-৫ জনের গ্রুপ) করে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন জনঅবহিতকরণ কাজে প্রেরণ পরিকল্পনা (TV ও বেতারে সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থাসহ এক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তাও থাকতে পারেন)।

৬. সকল চ্যানেলে নিয়মিত বিরতি দিয়ে সকল পেশার সমন্বয়ে সংলাপ (দলবদ্ধ আলোচনা ৩ থেকে ৪ জনের দল) এর ব্যবস্থাকরণ।

৭. লিফলেট, পোস্টার প্রণয়ন, প্রিন্ট ও প্রকাশ (কমিশনের 'Logo' এর ব্যাখ্যাধর্মী পোষ্টার)।

৮. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরীকরণ।

৯. বিশেষ বিশেষ দিনে তথ্য অধিকার আইন সম্পকে স্টিকায় প্রকাশ করণ।

১০. ১ জুলাই, ২০১০ তথ্য অধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা ও পালনের নিমিত্ত কী কী করণীয় সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১. জাতীয় ওয়েব পোর্টাল নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বাছাইকৃত পরামর্শক নিয়োগ প্রদান।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

১. আগারগাঁও এলাকায় তথ্য কমিশনের জন্য স্থায়ী অফিস বিল্ডিং নির্মাণ;

০২. জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য National Webportal স্থাপন;

০৩. লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক, সাংবাদিক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পেশাজীবি ও অবিতর্কিত রাজনীতিক ও সমাজসেবী সমন্বয়ে ষান্মাসিক/ আলোচনা/মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান;

০৪. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; কমিশনের কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে মাসিক/দ্বিমাসিক News Letter প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১২. সাংগঠনিক কাঠামো:

ক্রমিক	পদের নাম	পদসংখ্যা	ক্রমিক	পদের নাম	পদসংখ্যা
০১	প্রধান তথ্য কমিশনার	০১ (এক)	১৯।	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	০২ (দুই)
০২	তথ্য কমিশনার	০২ (দুই)	২০।	সহকারী হিসাব রক্ষক	০২ (দুই)
০৩	সচিব	০১ (এক)	২১।	ব্যক্তিগত সহকারী	০১ (এক)
০৪	যুগ্ম সচিব/মহাপরিচালক	০১ (এক)	২২।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০২ (দুই)
০৫	পরিচালক	০২ (দুই)	২৩।	অফিস সহাকরী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৫ (পাঁচ)
০৬	উপ-পরিচালক	০২ (দুই)	২৪।	বেঞ্চ সহকারী	০১ (এক)
০৭	একান্ত সচিব	০৩ (তিন)	২৫।	সহকারী বেঞ্চ সহকারী	০২ (দুই)
০৮	সহকারী পরিচালক	০৪ (চার)	২৬।	কম্পিউটার অপারেটর	০২ (দুই)
০৯	জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১ (এক)	২৭।	গাড়ী চালক	০৭ (সাত)
১০	গবেষণা কর্মকর্তা	০১ (এক)	২৮।	ডেসপাস রাইডার	০১ (এক)
১১	প্রোগ্রামার	০১ (এক)	২৯।	প্রসেস সার্ভার	০১ (এক)
১২	সহকারী প্রোগ্রামার	০১ (এক)	৩০।	এমএলএসএস	১২ (বার)
১৩	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	০১ (এক)	৩১।	জমাদার	০১ (এক)
১৪	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৪ (চার)	৩২।	অর্ডালি	০১ (এক)
১৫	অফিস সুপার	০১ (এক)	৩৩।	পিয়ন	০১ (এক)
১৬	হিসাব রক্ষক	০১ (এক)	৩৪।	নৈশ প্রহরী	০৪ (চার)
১৭	উচ্চমান সহকারী	০২ (দুই)	৩৫।	ক্লিনার	০২ (দুই)
১৮	লাইব্রেরিয়ান	০১ (এক)			
সর্বমোট ৭৭ জন					

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৩. প্রথম কার্যালয় স্থাপন এবং জনবল নিয়োগ:

নবগঠিত তথ্য কমিশনের অস্থায়ী অফিস স্থাপনকল্পে মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ভবনে ৫টি কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং অত্যন্ত অপ্রতুল হলেও এর মধ্যেই তথ্য কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে T.O & E এবং নিয়োগ বিধি অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন থাকায় সংযুক্তির মাধ্যমে কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তথ্য কমিশনে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনে যোগদান করে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের নাম, পদবী ও কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ	কাজ/মন্তব্য
০১.	জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার	সচিব	২৮/১১/০৯	প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াবলী
০২.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান রহমান মৃধা	পরিচালক প্রশাসন	০৮/১০/০৯	ঐ
০৩.	জনাব মোঃ মুনজুরুল ইসলাম	উপ-পরিচালন প্রশাসন	১৮/০৮/০৯	ঐ
০৪.	জনাব মোহাম্মদ অতুল মন্ডল	প্রধান তথ্য কমিশানার আর পিএস	০১/১০/০৯	প্রধান তথ্য কশিনারের অভিপ্রায় অনুয়ায়ী
০৫.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	তথ্য কমিশানার এর পি এস	১০/১২/০৯	তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সালেকা হালিম এর অভিপ্রায় অনুয়ায়ী
০৬.	জনাব মঈনুদ্দিন আহাম্মদ	এসএএস সুপার	০১/১০/০৯	আর্থিক বিষয়াবলী
০৭.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পাটওয়ারী	উচ্চমান সহকারী	০৬/০৭/০৯	প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াবলী
০৮.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	অফিস সহকারী	২৬/০৭/০৯	তিনি অন্যত্র চাকুরী পেয়ে চলে গেছেন।
০৯.	জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ	এমএলএসএস	১১/১০/০৯	তমন্ত্রণালয় কাজে সংযুক্তির মাধ্যমে
১০.	জনাব রুবেল শেখ	পিয়ন	০২/০৭/০৯	প্রধান তথ্য কমিশনারের পদাধিকার বলে প্রাপ্ত
১১.	জনাব মাহাবুবুর রহমান (বাচ্চু)	অর্ডালি	০২/০৭/০৯	
১২.	জনাব মোঃ জামিল হোসেন	জমাদার	০২/০৭/০৯	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৪. কমিশনের বাজেট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ১১ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তথ্য কমিশনকে এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পদ অর্জন করার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা দেয়া হয়। আইনে তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় এবং প্রয়োজনে শাখা কার্যালয় স্থাপন করার সুযোগ রাখা হয়। তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি আইনের ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের তহবিল সরকার কর্তৃক বাৎসরিক অনুদান ও সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং এর পরিচালনা ও প্রশাসন তথ্য কমিশনের উপর ন্যস্ত। তথ্য কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দিয়ে তথ্য কমিশনের চাহিদা বিবেচনায় সরকার এর অনুকূলে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না মর্মে বিধান রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে প্রতি বছর তথ্য কমিশনের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকার ও তথ্য কমিশনের নিকট দাখিল করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কমিশনের সার্বিক বাজেট পরিশিষ্ট 'ক' এ দেখানো হলো।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৪. কমিশনের বাজেট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ১১ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তথ্য কমিশনকে এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পদ অর্জন করার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা দেয়া হয়। আইনে তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় এবং প্রয়োজনে শাখা কার্যালয় স্থাপন করার সুযোগ রাখা হয়। তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি আইনের ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের তহবিল সরকার কর্তৃক বাৎসরিক অনুদান ও সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং এর পরিচালনা ও প্রশাসন তথ্য কমিশনের উপর ন্যস্ত। তথ্য কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দিয়ে তথ্য কমিশনের চাহিদা বিবেচনায় সরকার এর অনুকূলে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না মর্মে বিধান রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে প্রতি বছর তথ্য কমিশনের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকার ও তথ্য কমিশনের নিকট দাখিল করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কমিশনের সার্বিক বাজেট পরিশিষ্ট 'ক' এ দেখানো হলো।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৭. পরবর্তী বছরসমূহের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট:

মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রদত্ত প্রাথমিক সম্ভাব্য ব্যয়সীমা

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট পরিচালনা কোড-৩-৩৩০১-০০০২	লক্ষ টাকায়			
	বাজেট	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	৭৬৭.৮৮	৭০৪.৪৪	৭৯২.২৮	৮৮৭.৮০
উন্নয়ন				
তন্মধ্যে				
অনুমোদিত প্রকল্পেসমূহের বরাদ্দ				
অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য থোক	৯০.০০	১৫০০.০০	১০০০.০০	৯৯২.৮০
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	৮৫৭.৮৮	২২০৪.৪৪	১৭৯২.২৮	১৮৮০.৬

১৮. কমিশনের নিজস্ব ভবন:

তথ্য কমিশন গত ২৬/০৭/২০০৯ তারিখের তকক/কার্যালয় প্রতিষ্ঠা-০১/২০০৯/০১ সংখ্যক স্মারকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ঢাকার আগারগাঁও এ কমপক্ষে ০২ (দুই) বিঘা জমি বরাদ্দ চেয়ে পত্র প্রদান করে। এর প্রেক্ষিতে গত ১৫/১১/২০০৯ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ২২৬/আর্ক২৭২১/১(২)স্থা: সংখ্যক স্মারকে কমিশনের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ০২টি স্থান কে সম্ভাব্য হিসেবে প্রস্তাব বিবেচনার জন্য উত্থাপন করে। তন্মধ্যে কমিশন আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অন্যূন ১০ (দশ) তলা ভবন নির্মাণের জন্য আনুমানিক ০১ (এক) বিঘা আয়তনের এফ-১৮বি (জমির পরিমাণ ০.৩৩ একর) এর প্রস্তাবটি যথাযথ বলে উল্লেখ করে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য কমিশনের প্রস্তাবকে যথার্থ বিবেচনা করে উল্লেখিত প্লটটি তথ্য কমিশনের অনুকুলে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে গৃহায়ণ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছে যা উক্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৯. প্রতিবন্ধকতা:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্যে এখনো পর্যন্ত কমিশন কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়নি; যে সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে কমিশন কাজ করেছে বা কাজ করে যাচ্ছে তা যে কোন নতুন প্রতিষ্ঠান তার ভিত্তিভূমি রচনা করতে গেলে, নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন একটি চ্যালেঞ্জিং কর্মকান্ড। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে শতবর্ষের প্রাচীন প্রশাসনিক মনমানসিকতা ও গোপনীয়তার নামে তথ্য কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা। কাজেই তথ্যকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে জনগণ তথা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজটি একদিকে যেমন জটিল ও স্পর্শকাতর, অপরদিকে তথ্য প্রদানের, প্রকাশের ও সংরক্ষণের সংস্কৃতির পরিবর্তন আনয়ন এবং সময় ও ব্যক্তি মানসের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনয়ন একটি কঠিন কাজ। এটা কোন বৈপ্লবিক পন্থায় করা সম্ভব নয় বরং বিভিন্ন আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে প্রচার, সহজবোধ্যভাবে জনউদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় করলে কার্যকর ফল লাভ হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ০৯ বাস্তবায়নকল্পে যখন পুরোদমে মাঠ পর্যায়ে, প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর পর্যায়ে কর্মকান্ড শুরু হবে, জনগণ সচেতন হবে। তখনই অনুধাবন করা যাবে তথ্য কমিশন কী কী সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে আইন ও বিধিমালার অসংগতি ও দুর্বলতা তখন চিহ্নিত হবে এবং তার সুরাহা করতে হবে। সবে শুরু, বাস্তবায়ন সম্মুখে- অতঃপর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিবন্ধকতা যা কিছুই আসুক না কেন তার উত্তরণ ঘটানো অসাধ্য হবে না।

২০. সুপারিশ:

ক. যথাযথ স্থান থেকে সকল মন্ত্রণালয়কে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের অধস্তন দপ্তর, পরিদপ্তর, অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে (উপজেলা পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে বাধ্য করার নির্দেশ প্রদান।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

খ. বিধি ও প্রবিধানমালা অনুসরণপূর্বক সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও চাহিবামাত্র তা বিতরণ করার সংস্কৃতি প্রচলনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. জনঅবহিতকরণার্থে কমিশন যখন যে মন্ত্রণালয়ের সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করে, মন্ত্রণালয়ের উপর তা বাধ্যতামূলক ও অবশ্যই প্রতিপালনযোগ্য মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ প্রদান করা।

ঘ. সরকারী-বেসরকারী টিভি চ্যানেল ও বেতারে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য অধিকার আইন, ০৯ সম্পর্কে তথ্য কমিশন যে সকল প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, টিভি স্পট (৪২ সেকেন্ড থেকে ৫ মিনিট পর্যন্ত) সংক্ষিপ্ত ড্রামা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সরবরাহ করবে, (বিনা অর্থ খরচে) তা প্রচারে বাধ্য থাকে, সে মর্মে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ প্রদান।

২১. উপসংহার:

তথ্যের অবাধ প্রবাহের ফলে একটি রাষ্ট্রের, সমাজের, সরকারের প্রকৃত রূপ যেমন স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, তেমনিভাবে সেই জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের সঙ্গে মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়ে থাকে। অমর্ত্য সেন যখন বলেন **"রাষ্ট্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ হচ্ছে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, যা দিয়ে ঠেকানো যায় এমনকি দুর্ভিক্ষকেও"** এই দুর্ভিক্ষ কেবলমাত্র পেটের ক্ষুধাকে বোঝায় না, কমিশন মনে করে আমাদের আত্মিক ক্ষুধা, মননশীল ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা, জানার ক্ষুধা নিবারণ ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এই অবাধ তথ্য প্রবাহ টনিক হিসেবে কাজ করে- হোক তা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, সরকারের ক্ষেত্রে এমনকি ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে। এই তথ্য প্রবাহের দুয়ার উন্মোচন করাই হোক তথ্য কমিশনের উন্মেষকালের ধ্যান-ধারণা। এর জন্য সমাজের, রাষ্ট্রের সকল স্তরের শ্রেণী-পেশার মানুষের ঐক্য শক্তি যোগাবে বলে কমিশন মনে করে। নব সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত কমিশন তাই সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ক ঃ

প্রথম বাজেট (থোক বরাদ্দ):

নবগঠিত তথ্য কমিশন ২ জুলাই, ০৯ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ায় অত্র তথ্য কমিশনের অনুকূলে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে কোন বরাদ্দ না থাকায় তথ্য কমিশনের জন্য থোক বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ২৩/০৭/২০০৯ তারিখের অম/অবি/বা-৮/৩-৩৩০১-০০০২(৬৬)/ ২০০৯/৩৮৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বাজেটের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত (৩-০৯২৩-০০০০-৬৬৫১) থেকে আপতত ১ (এক) কোটি টাকা সম্ভাব্য বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। অধিকন্তু শর্ত হিসেবে তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করার এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণসহ সকল আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন প্রস্তাবিত ১ (এক) কোটি টাকার বিস্তারিত বিভাজন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ থেকে ৭৯ (উনআশি) লক্ষ টাকার ব্যয় বিভাজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

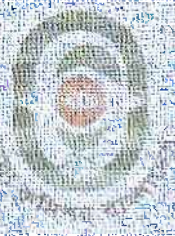

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দ্বিতীয় দফায় বরাদ্দঃ

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে পেশকৃত ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে সব বিষয় ও কার্যক্রম ঘোষিত হয় তন্মধ্যে তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ অন্যতম। মহান জাতীয় সংসদে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের ০৮/১০/২০০৯ তারিখের তকক/বাজেট-২/২০০৯/৭৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের থোক বরাদ্দ হিসেবে প্রস্তাবিত ১১.৭১ (এগার দশমিক সাত এক) কোটি টাকার বিভাজন মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে চাহিত ১১.৭১(এগার দশমিক সাত এক) কোটি টাকার বিপরীতে ইতোপূর্বে হাড়কৃত ৭৯ (উনআশি) লক্ষ টাকাসহ মোট ৫.৬৪ (পাঁচ দশমিক ছয় চার) কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে প্রতিফলনসহ পদ সৃজন ও অফিস সরঞ্জামাদি T.O & E-তে অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত দেয়া হয়। উক্ত বরাদ্দপত্রে অবশিষ্ট যানবাহন (১টি কার, ২টি মাইক্রোবাস, ১টি মোটর সাইকেল এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে অতিরিক্ত ১টি জীপ) ক্রয়ের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে মর্মে জানানো হয়।

তৃতীয় দফায় বরাদ্দঃ

দ্বিতীয় দফায় বরাদ্দ প্রদানকালে তথ্য কমিশনের সচিবের জন্য ১টি কার ও দাপ্তরিক কাজের জন্য মাইক্রোবাস ক্রয়, প্রত্নতত্ত্ব ভবনে তথ্য কমিশনের সাময়িক অফিস স্থাপনার্থে প্রয়োজনীয় রূপান্তরকরণের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ না করায় তথ্য কমিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কার ক্রয় বাবদ ১৯ লক্ষ, প্রত্নতত্ত্ব ভবনে অফিস রূপান্তর বাবদ ৩৩ লক্ষ এবং ১টি মাইক্রোবাস হায়ারিং চার্জ বাবদ ২.৮৮ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৫৫.৩৮ (পঞ্চান্ন দশমিক তিন আট) লক্ষ টাকাসহ ৩য় দফায় প্রদত্ত বরাদ্দসহ সর্বমোট ৬১৯.৩৮ (ছয় শত উনিশ দশমিক তিন আট) লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

চতুর্থ দফায় বরাদ্দঃ

তথ্য অধিকার আইন, ০৯ বাস্তবায়নকল্পে জনঅবহিতকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রধান তথ্য কমিশনারের জন্য ১টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের জন্য আরো ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানে অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ গত ০৩/১২/২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ৪ দফায় সর্বমোট ৬৫৯.৩৮ (ছয় শত উনষাট দশমিক তিন আট) লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটঃ

চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য তথ্য কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে মোট ১১.৭১ (এগার দশমিক সাত এক) কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হলেও অর্থ বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত ৬৫৯.৩৮ (ছয় শত উনষাট দশমিক তিন আট) লক্ষ টাকার সাথে ২য় দফায় প্রদত্ত বরাদ্দপত্রের প্রেক্ষিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত T.O. & E অনুযায়ী তথ্য কমিশনের মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) এর জন্য ১টি কার, কর্মকর্তাদের অফিসে আনা-নেয়াসহ দাপ্তরিক কাজের জন্য ১টি ১২ সীটের মাইক্রোবাস ও ডেসপাস রাইডারের জন্য ১টি মোটর সাইকেল অতীব জরুরী প্রয়োজন বিবেচনায় উক্ত ৩টি যানবাহনের জন্য (১৬.৫+২৫+২)= ৪৩.৫ লক্ষ টাকা এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব ভবনে অফিস রূপান্তরের জন্য এক তৃতীয়াংশ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩৩ (তেত্রিশ) লক্ষ টাকার অবশিষ্ট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) লক্ষ টাকা যোগ করে সংশোধিত অনুন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া তথ্য কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন পরবর্তী ৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলতি বছরেই তথ্য কমিশনের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও এলাকায় এফ-১৮ বি প্লট (জমির পরিমান ৩৩ শতাংশ) এর মূল্য ও রেজিষ্ট্রেশন ব্যয় বাবদ মোট ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাবসহ সর্বমোট ৮৬৭.৮৮ (আট শত সাতষট্টি দশমিক আট আট) লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট গত ১৫/১২/২০০৯ তারিখে অর্থ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে যা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - খ ঃ

যন্ত্রপাতি			আসবাবপত্র		
ক্রঃ নং	নাম	সংখ্যা ও মন্তব্য	ক্রঃ নং	নাম	সংখ্যা ও মন্তব্য
০১	কম্পিউটার	০৩টি (পিআইডি থেকে প্রাপ্ত)	০১	টেবিল	০৯টি
০২	ফটোকপিয়ার	০১টি	০২টি	কম্পিউটার টেবিল	০৩টি
০৩	ফ্যাক্স	০১টি	০২	চেয়ার	৩৯টি
০৪	চার্জার লাইট	০২টি	০৪	পার্টিশান	০১টি
০৫	পানির ফিল্টার	০১টি	০৫	স্টিল কেবিনেট	০৪টি
০৬	হিটার	০১টি	০৬	সোফা সেট	০১টি
			০৭	ওয়েটিং চেয়ার	০৩টি
			০৮	বুক সেলফ	০১টি
			০৯	স্টিলের আলমিরা	০২টি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সংবাদ মাধ্যমে তথ্য কমিশন

The Daily Star

EXECUTIVE EDITOR
Late S. M. Ali

DHAKA SATURDAY DECEMBER 18, 2009

Info Commission to get another temporary office

No permanent set-up expected in 3 years

M ABUL KALAM AZAD

The office of the three-member Information Commission, which has been functioning from the National Institute of Mass Communications in a haphazard way for about three months, will be shifted to another temporary office by the end of this month.

This time the commission, formed more than five months ago to enforce the long-cherished Right to Information (RTI) Act, has got space in the Department of Archaeology building in Agargaon of the capital, and will function from there until construction of a full-fledged office of its own in the same area.

"We are moving to the Department of Archaeology building in Agargaon by the end of this year. We have got some 8,000 square feet of space there to set up our temporary office," Chief Information Commissioner M Azizur Rahman told The Daily Star on Wednesday.

He also said the commission has been provided with a bigha of land in Agargaon to construct a 10-storey building for setting up its permanent head office, but that will take about three years. "We have asked the government for 65 crore taka for the construction," he added. The construction work will start as soon as the fund is allocated. The commission will continue running its activities from the Department of Archaeology building until some of the floors of its own building are ready for use.

SEE PAGE 18 COL 7

Info Commission

people come to ...
The commissioning has been facing serious difficulties, and failed to run its penalty order, has promised for not having a permanent office, the required manpower, and other logistics.

The government recently issued a gazette notification forming rules which are necessary for proper implementation of the RTI Act that came into effect on July 1 this year to ensure public access to information. But the government cannot be blamed for inaction so far, it...

In the process, parts of the rules were inserted by the legislative section with the same regulations were mistakenly printed in the rules section. The government has to issue a fresh notification, correcting the errors. All these are delaying the implementation of the act.

On the other hand, setting up of information delivery units with officers in every government office to provide citizens with their required information are going on at a slow pace.

The chief information commissioner said almost 1,000 units have already been formed while the target across the country is 6,500. Since the idea is new to Bangladesh, it will take a little more time to implement the act, he observed.

"We will notify citizens through different media such as leading television channels and newspapers where our information units and information officers will be ready to provide services," Azizur Rahman said.

The Awami League government was supposed to provide the commission with a 77-member staff for smooth functioning by June, but the management could not get the commission done on the promised time not having a permanent office, said Azizur adding that they will start recruiting such power a month after the commission moved into the Department of Archaeology building.

Asked about the ceremonial work including to arrange of a permanent office, the required manpower, and other logistics, he said, "We are slow but steady."

The chief information commissioner said absence of manpower and logistics has also been hampering their policy implementation making difficulties about RTI across the country. "But we are not sitting idle. We have set the ultimate go distance to give people an idea about the RTI Act and its benefits."

They are meeting divisional officials, teachers, bar association members, and representatives of NGOs, the media, local governments and development agencies. "We tell people why it is important to get information and from whom to get that ... We are also telling them if access to information is ensured, it will increase accountability in different institutions and help establish good governance," Azizur said.

The said members of the commission will travel all through the country and for that logistical support will be very much necessary.

Two other information commissioners are retired secretary Mohammad Abu Tahir and Prof Sadeka Halim of the sociology department of Dhaka University.

According to the RTI Act, every citizen now has the right to information from the public and in case of being denied, one may file complaints with the commission against the officials.

সারা দেশ

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর ২০০৯

২

তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে

সাংবাদিকতা বিভাগের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তারা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

সমাজের সবার আগে তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে সমাজ থেকে সাংবাদিকদের হয়রানি, তাঁদের ওপর আক্রমণ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ আয়োজিত সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা মিনু।

সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত আছেন, তাঁদের অনেকে এই পুনর্মিলনীতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর সাংবাদিকদের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। তবে এখনো অনেক ক্ষেত্রে তথ্য পেতে সংবাদিকদের হিমশিম খেতে হয়। তথ্য অধিকার আইনের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আরও সচেতন হতে হবে।

বক্তারা বলেন, তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর সাংবাদিকদের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। তবে এখনো অনেক ক্ষেত্রে তথ্য পেতে সংবাদিকদের হিমশিম খেতে হয়। তথ্য অধিকার আইনের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আরও সচেতন হতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. শাহনাজ হুদা মিনু বলেন, সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভাগের যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। তিনি বলেন, বিভাগের উন্নয়নে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা চাওয়া হবে।

প্রথম আলো

বুধবার, ১৮ নভেম্বর ২০০৯

২৩

সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে তথ্য কমিশনের মতবিনিময়

প্রথম আলো

শনিবার, ২৪ অক্টোবর ২০০৯

৪

সিলেটে সুলতানা কামাল রাষ্ট্রকে জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ●

আমাদের সময়

২০১০ সালের শুরুতেই আগারগাঁও নতুন অফিসে কাজ শুরু করবে তথ্য কমিশন

শাহিদুল ইসলাম তালুকদার: তথ্য কমিশন বর্তমান দারুস সালামের নিমকো ভবনের অস্থায়ী অফিস ছেড়ে আগারগাঁও প্রত্নতত্ত্ব ভবনের বর্ধিত পরিসরের অফিসে কার্যক্রম শুরু করবে ২০১০ সালের শুরুতেই। চলতি বছরের শেষ সাপ্তাহেই হালান্তর করা হবে অফিস। প্রশাসনিক কর্মীদলের নিজস্ব স্থায়ী কার্যালয়ের জন্য আগারগাঁওয়ে গণপূর্ত অধিদফতরের...এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

২০১০ সালের শুরুতেই

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ৩৩ শতাংশ জমি কমিশনের হাতে স্থায়ী বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংপ্রতি মন্ত্রণালয়। সিদ্ধান্তটি প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করেছে। প্রথম তথ্য কমিশনের মো. আজিজুর রহমান পাঠকের এ্যাপ তথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা সম্পর্কে কমিশনার আবু তাহের জানিয়েছেন, পাঁচদিন তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের প্রশিক্ষণের তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছে। যেখানে তা তথ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। কমিশনার ড. সাকেদা হালিম বলেছেন, এখন সব পর্যায়ের অফিসে কর্মকর্তাকে কাজ করতে হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কাজকে বাস্তবিক গতি ফিরিয়ে আনতে হবে। নতুন বছরের শুরুতে কমিশন নতুন অফিসে পুনরায় তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা সম্মেলন করবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সমকাল | রোববার ৬ পৌষ ১৪১৬ ২০ ডিসেম্বর ২০০৯

প্রতিষ্ঠার ৮ মাসেও কাজ শুরু করতে পারেনি তথ্য কমিশন

■ নিজাম মোহসিন

নেই জনবল প্রণীত হয়নি বিধিবিধান

লোকসমাজ

যশোর, বুধবার, ০৬ কার্তিক ১৪১৬

মাস্তরায় তথ্য আইন বিষয়ে জনস্বার্থভিত্তিকরণ সভা

মাস্তরায় তথ্য আইন বিষয়ে

কাজ শুরু করতে পারেনি তথ্য কমিশন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সময়ের সাহসী সৈনিক

দন্দিবার্তা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান হাদল ❑ The Daily Dundee Barta

রেজিঃ ডিএ নং-২০৯৯
বর্ষ ৭ ॥ সংখ্যা ২৩৭
নারায়ণগঞ্জ সোমবার ২৩ ভাদ্র ১৪১৬ বাংলা
১৬ রমজান ১৪৩০ হিজরী
৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইংরেজী

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

দন্দিবার্তা রিপোর্ট ॥ তথ্য প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অধিকার আইন ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা জনঅবহিতকরণ সভা গতকাল প্রশাসক মোঃ সামছুর রহমানের সভাপতিত্বে দপ্তর [illegible] সকালে জেলা

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশন আজিজুর রহমান, প্রাক্তন সচিব আবু তাহের, এডিসি সেন্সর মোছেদী বাসার, এডিসি জ্যাসিস্ট্যান্ট সুধী, এডিসি সামসুল ইসলাম, জেলা সিভিল সার্জন ধাকে এসি শাশাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গাইসুর রহমান, সদর ইউএনও মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বন্দর ইউএনও রফিকুল ইসলাম, সোনারগাঁও ইউএনও মুর্শিদা কমল, রূপগঞ্জ

(২ এর পৃষ্ঠার ৪ এর কলামে)

সাপ্তাহিক

পিলসুজ

The Weekly Pilshooz

ঈদ মোবারক

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

সম্প্রতি পাটিকুর জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে সরকারি কর্মকর্তাও বুধীজনদের সাথে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোঃ সাজিদুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার-১ মোঃ আবু তাহের ও তথ্য কমিশনার-২ অধ্যাপক ড. সদেকুর রহিম। সাপ্তাহিক পিলসুজ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সত্য প্রকাশে নির্ভীক

নওরোজ

দৈনিক

আজকের জনতা

THE DAILY AJKER JANATA

গাজীপুরে প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব

দৈনিক

জনসংবাদ

কল্যাণমুখী সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই তথ্য অধিকার আইন পাস করা হয়েছে

নরসিংদীর বাণীকুঞ্জ

শনিবার ১২ ডিসেম্বর ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন ০৯ উপলক্ষে জনঅবহিতকরণ সভা

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে ফরজ মনে করলে দুর্নীতি থাকবে না

প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার আইন ০৯ উপলক্ষে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ০৯
প্রচ্ছদ ঃ রফিকুল্লাহ, মুদ্রন ঃ এড ভিশন ও মিরর প্রিন্টার্স

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (তৃতীয় তলা)
এফ ৪/এ আগারগাঁও প্রসাশনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
ফোন : ৯১১০৯৬০, ৯১১০৬৭৫, ৯১১৮৮৭, ৯১৩৭৩৩২
৯১৩৭৪৪৯, ৯১১৩৯০০, ৯১১০৪০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯১১০৬৩৮
e-mail : informationcommissionbd@yahoo.com

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor